ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৪০১
আগরতলা, ১৯ মার্চ,২০২১

২০২১-২২ সালের প্রস্তাবিত বাজেট জনকল্যাণমুখী : মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেটকে জনকল্যাণমুখী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ২০২১-২২ আর্থিক বছরের প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেট সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ তার প্রতিক্রিয়ায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, আজ বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ২২,৭২৪.৫০ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবিত বাজেটকে জনকল্যাণমুখী বাজেট হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট যেরকম জনকল্যাণকর তেমনি প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেটও জনহিতকর। প্রস্তাবিত এই বাজেটে জনগণের উপর কোনও করের বোঝা চাপানো হয়নি। পাশাপাশি, প্রাইমারি সেক্টর যেমন কৃষি, উদ্যান, মৎস্যচাষ, প্রাণীপালন সহ পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বনির্ভরতা প্রয়োজন। ইজ অব লিভিং এবং ইজ অব বিজনেস এই দুই প্যারামিটারের উপর দাঁড়িয়ে এবারের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি জানান, পর্যটন ক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বাজেটের ৭ কোটি ১৪ লক্ষ বরাদ্দ ছিলো। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। গতবারের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে ২১৭.২৯ শতাংশ। তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বাজেটের ২৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৭.৯৪ শতাংশ। তিনি জানান, পূর্বতন সরকারের সময়ে কৃষি সহ কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নয়নের গ্রোথ ছিলো ৬.৪ শতাংশ। বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩.৯ শতাংশ। প্রাথমিক ক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটে বরাদ্দ ছিলো ৮৮৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। এবছরের বাজেটে এই ক্ষেত্রে বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে ১২৫০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। ১৪০.৯১ শতাংশ এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ ছিলো ১১৫৭ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ১৪৪৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে ১৩৬.৫৫ শতাংশ। শিক্ষাক্ষেত্রে গত অর্থবছরের বাজেট ছিলো ৩৮১০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে ৪১৫২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। বৃদ্ধি করা হয়েছে ১০৮.৯৭ শতাংশ।

***২-এর পাতায়

তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই আইন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে শুধু ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা নয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে। এবারের বাজেটে ট্রাইবাল কালচার ও মিউজিককে উন্নতি সাধনের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ প্রকল্পে ৬০টি বিধানসভা এলাকায় ৬০টি মডেল ভিলেজ গড়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় ১১৭ কোটি টাকা খরচ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে ৬ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে। প্রতিটি পরিবারকে শূকর, ছাগল, গাভি পালন, মৎস্য চাষে ও সবজি চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্পে আগামী ৩ বছরে ১০০ কোটি টাকার ফুলের বাণিজ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগে ৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হতো। তিনি জানান, জনজাতি সমাজপতিদের ২০০০ টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে সেন্ট্রালাইজড অফিস বিল্ডিং করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে ১০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ৩০ হাজার হেক্টর নতুন জমিতে আগামী ৫ বছরে রাবার চাষ করার প্রস্তাবও এই বাজেটে রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরাকে এক নতুন দিশা দিতে চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন।

*****